137791 - স্বামী ফজরের নামাযের সময় উঠতে পারবে না, ঘুমিয়ে থাকবে বিধায় স্ত্রী তাকে সহবাস করতে বাধা দেয়া কি ঠিক হবে?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি একজন বিবাহিত নারী। একজন দ্বীনদার মানুষের সাথে আমার বিয়ে হয়েছে। আলহামদু লিল্লাহ তার অনেক ভাল গুণ রয়েছে। সমস্যা হচ্ছে- তার ঘুম খুব ভারী। ঘুমালে ফজরের নামাযের জন্য সহজে উঠতে পারে না। অধিকাংশ সময় সে যদি জুনুবি অবস্থায় (নাপাক অবস্থায়) থাকে সে ঘুম থেকে উঠতে পারে না। এতে কি আমার গুনাহ হবে? আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, আমি যত চেষ্টা করি না কেন সে নামাযের জন্য উঠতে পারবে না। বিশেষতঃ সে যখন সফর থেকে আসে অথবা ক্লান্ত থাকে। তাই তার নামাযের কারণে আমি কি (সহবাস) থেকে বিরত থাকতে পারি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

যখন কোন স্বামী তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকবে তখন সে ডাকে সাড়া দেয়া ফরজ। দলিল হচ্ছে সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম এ আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিস: "যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে কিন্তু স্ত্রী ডাকে সাড়া না দেয় ফলে স্বামী রাগ করে থাকে তখন ভোর হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতারা তার উপর লানত করতে থাকে।"

শাইখুল ইসলাম (রহঃ) বলেন:

যখনি স্বামী স্ত্রীকে বিছানায় ডাকবে তখনি ডাকে সাড়া দেয়া স্ত্রীর উপর ফরজ...। যদি ডাকে সাড়া না দেয় তাহলে স্ত্রী গুনাহগার ও অবাধ্য হবে। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন: "আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না।"[আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা (৩/১৪৫-১৪৬) থেকে সংকলিত]

সহবাসের পর স্বামী যদি ঘুমিয়ে থাকে তাহলে স্ত্রীর দায়িত্ব ফজরের নামাযের জন্য স্বামীকে জাগিয়ে দেয়া। যদি স্বামী অবহেলা করে না জাগে তাহলে স্বামীর গুনাহ হবে। স্ত্রীর কোন গুনাহ হবে না। সুতরাং স্ত্রীর উচিত তার দায়িত্ব পালন করা। স্বামীর নামাযের দায়িত্ব ও অবহেলার দায় তার উপর, যদি সে অবহেলা করে।

ফকিাহবদিগণ স্বামীর বদলে স্ত্রী সংক্রান্ত একটি মাসয়লার হুকুম স্পষ্টভাবে উল্লখে করছেনে সটেি এখানে উল্লখে করলে বিষয়টি পরিস্কার হবে:

রমলি (রহঃ) বলনে: যদি স্বামী জাননে যে, যদি রাতে সহবাস করনে তাহলে স্ত্রী ফজররে নামাযরে সময় গোসল করবে না; এতে করে তার নামায ছুটে যাবে, ইবনে আব্দুস সালাম বলনে: এ প্রক্ষেতিতে স্বামীর উপর সহবাস করা হারাম হবে না। নামাযরে সময় স্ত্রীকে গোসল করার নির্দশে দিবে। ফাতাওয়াল আহনাফ গ্রন্থওে এমন একটি ফিতোয়া রয়ছে।[হাসিয়াতুহু আলা আসনাল মাতালবি (৩/৪৩০) থকে সংকলতি]

নাওয়াযলিলি বারযালি গ্রন্থে আছ:

ইয়্যুদ্দনিকে জজি্ঞসে করা হয়ছেলি: যে ব্যক্তি রাতে ছাড়া স্ত্রী সহবাসরে সুযোগ পান না। রাতে যদি স্ত্রী সহবাস করনে তাহলে স্ত্রী গোসল করতে অলসতা কর; এতে তার নামায ছুটে যায়। এমতাবস্থায় স্বামীর জন্য কি সহবাস করা জায়যে হব, এতে করে স্ত্রীর নামাযরে অসুবধিা হোক বা না-হোক?

তিনি উত্তরে বলনে: স্বামীর জন্য রাতে স্ত্রী সহবাস করা জায়যে হব। স্বামী স্ত্রীকে ফজররে সময় নামায পড়ার নির্দশে দিবে। যদি স্ত্রী নামায পড়ে তাহলে তো ভাল। আর যদি না পড়ে স্বামী তার দায়ত্বি পালন করছে।[ফাতাওয়াল বারযালি (১/২০২) থকে সংকলতি]

সারকথা হচ্ছে- আপনার জন্য স্বামীকে সহবাস করতে বাধা দয়ো জায়যে হবে না। আপনি নামাযরে জন্য তাকে জাগিয়ে দিবনে। সে যদি অবহলো করে নামায দরেি করে পড়ে তাহলে তার গুনাহ হব।

আল্লাহই ভাল জাননে।